কুষ্টিয়ার মিরপুরে শেখ রাসেল দিবসের আলোচনা সভা

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক কামারুল আরেফীন বলেছেন, শেখ রাসেল ছিলেন প্রাণচঞ্চল, বন্ধুবৎসল ও নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রতিটি শিশুর মাঝেই শেখ রাসেল বেঁচে আছে এবং আজীবন বেঁচে থাকবেন।

বুধবার (১৮ অক্টোবর) সকালে মিরপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর মিরপুরের সহযোগিতায় শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, শেখ রাসেলের শিশুসুলভ অনন্য ব্যক্তিত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পৌরসভার মেয়র এনামুল হক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জামসেদ আলী প্রমুখ।

‘শেখ রাসেল দীপ্তিময়, নির্ভীক নির্মল দুর্জয়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে র্যালী বের করা হয়। এরআগে শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মদিন আজ। শিশু রাসেলের জীবন সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের কাছে তুলে ধরতে তার জন্মদিনকে ‘শেখ রাসেল দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে তৃতীয় বারের মতো আজ পালিত হচ্ছে শেখ রাসেল দিবস। ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের ঐতিহাসিক বাড়িতে রাত দেড়টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল জন্মগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ায় আদ-দ্বীন চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরন

কুষ্টিয়ায় “বিশ্ব দৃষ্টি দিবস ২০২৩” পালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ই অক্টোবর) প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারা পৃথিবী ব্যাপী বিশ্ব দৃষ্টি দিবস পালিত হয়। বিশ্ব দৃষ্টি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হলো “লাভ ইওর আইজ এট ওয়ার্ক” বা “আপনার চোখকে ভালোবাসুন, কর্মস্থলেও”।

গতকাল কুষ্টিয়া জেলার চৌড়হাস এলাকায় অবস্থিত কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে, আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইটসেভার্স পরিচালিত “জেলা সমন্বিত চক্ষু সেবা প্রকল্পের আওতায় বিআরটিএ কুষ্টিয়ার আয়োজনে, আদ-দ্বীন চক্ষু হাসপাতালের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার পরিবহন চালক ও শ্রমিকদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা (রিফাকশন) ও চশমা বিতরন ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত চক্ষু ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া বিআরটিএ অতিরিক্ত পরিচালক, মোঃ আতিক আলম, আন্তর্জাতিক সংস্থা সাইটসেভার্সের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ আল মামুন, আদ-দ্বীন যশোর এর এজিএম মোঃ রবিউল হক, আদ-দ্বীন কুষ্টিয়া হাসপাতাল ম্যানেজার মোঃ রবিউল আউয়াল, আদ-দ্বীন কুষ্টিয়া সদর শাখার ম্যানেজার মোঃ রবিউল আউয়াল সহ কুষ্টিয়া জেলা বাস মালিক সমিতির গুরুত্বপূর্ন প্রতিনিধীরা।

উক্ত ক্যাম্পে সিভিল সার্জন কুষ্টিয়া এর পক্ষ থেকে আগত প্রতিনিধীদের দ্বারা রোগীদের ডায়বেটিস ও রক্তচাপ পরীক্ষা হরা হয় এবং আদ্-দ্বীন হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা (রিফ্র্যাকশন) ও বিনামূল্যে চশমা (প্রেসবায়োপিক) প্রদান করা হয়।

বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত উক্ত চক্ষু ক্যাম্পে মোট ১৩৫ জনকে চক্ষু সেবা দেওয়া হয় যার মধ্যে ১১১ জনকেই বিনামূল্যে

চশমা (প্রেসবায়োপিক) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য সাইটসেভার্সের সহায়তায় “জেলা সমন্বিত চক্ষু সেবা প্রকল্পের” মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলায় আদ-দ্বীন চক্ষু হাসপাতাল এবং কুষ্টিয়া জেলা সদর হাসপাতালে নিয়মিতভাবে বিনামূল্যে দরিদ্র ব্যক্তিদের চোখের ছানি অপারেশন কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে।

মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামুল্যে চক্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবা

আমেনা বেগম। বয়স ৬০ পেরিয়েছে। মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের গৌড়দহ গ্রামের ক্যানেলপাড়ার বাসিন্দা। বয়সের ভারে ঠিকমতো চোখে দেখতে পান না। মাঝে মাঝে দুচোখ চুলকায় এবং পানি পড়ে। স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে ৫ টাকার টিকিট কেটে ডাক্তার দেখান। তবে চোখের জন্য সেখানকার প্রশিক্ষিত নার্সরা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মেশিনের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ভিডিও কনসালটেশনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাসেবা দেন। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চশমা বিনামূল্যে তাকে প্রদান করে হাসপাতাল কতৃপক্ষ।

শুধু আমেনা বেগমই নয়, তার মতো আরও অনেক চক্ষু রোগী এই সেবা নিয়েছে এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে।

জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ বছরের আগষ্ট মাসে আধুনিক চক্ষু চিকিৎসায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি ভিশন আই কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

হাসপাতাল সুত্রে জানা যায়, কমিউনিটি আই সেন্টার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নির্ধারিত একটি কক্ষে অবস্থিত চক্ষু বিষয়ক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত। যেখানে দেশে ও বিদেশে চক্ষু বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিনিয়র স্টাফ নার্সরা

চক্ষু সেবায় সহায়ক হিসেবে কর্মরত রয়েছে।

চক্ষু বিষয়ে প্রশিক্ষিত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের সহায়তায় ইন্টারনেট ও অত্যাধুনিক সফটওয়্যার ব্যবহার করে নিকটবর্তী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থাপিত বেইজ সেন্টারে অবস্থানরত (পাবনা) চক্ষু বিশেষজ্ঞের সঙ্গে অনলাইনে ভিডিও কনসালটেশনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমন্বিত উন্নত চক্ষু চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা কমিউনিটি আই সেন্টারের উদ্দেশ্য।

বেইজ হাসপাতালের টেলিকনসালটেশন রুমে একাধিক চক্ষু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থেকে কমিউনিটি ভিশন সেন্টারে কর্মরত চক্ষু বিষয়ে সুপ্রশিক্ষিত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পাঠানো মেডিকেল রেকর্ড পর্যালোচনা এবং নার্স ও রোগীর সঙ্গে বেইজ হাসপাতাল থেকে চক্ষু বিশেষজ্ঞ ই-সাইন যুক্ত ব্যবস্থাপত্র কমিউনিটি ভিশন সেন্টারে অনলাইনে পাঠাবেন। বেইজ হাসপাতাল থেকে ব্যবস্থাপত্রের প্রিন্টকপি অনুযায়ী সিনিয়র স্টাফ নার্স রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ ও পাওয়ার চশমা দেবেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুইজন সিনিয়র নার্স নীলা ও ঝুমা খাতুন চোখের রোগ নির্ণয়, চোখের চশমার পাওয়ার নির্ধারণসহ অত্যন্ত জটিল রোগীরা এই হাসপাতাল হতে অনলাইনের মাধ্যমে জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউট এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এর সাথে যোগাযোগ করে চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন।

মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: পিযুষ কুমার সাহা বলেন, হাসপাতালের বর্হিবিভাগে চালুকৃত এ সেন্টারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের দ্বারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চক্ষু চিকিৎসার নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো। অন্ধজনের চোখে আলো দেওয়াই এই প্রকল্পের কাজ। আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অন্য চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি এই সেবাও আমরা দিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, অনেক মানুষ আছেন, যারা চোখে দেখতে পেতেন না। তারা কোথায় যাবেন, কোথায় চিকিৎসা নেবেন তাও জানতেন না, কিন্তু এখন আর সেই অবস্থা নেই, এখন মানুষ যথেষ্ট সচেতন। ফলে অনেক মানুষ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এটা আমাদের জন্য বিরাট একটি পাওয়া। এটি কেবল সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, সরকারের

অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ এটি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খুব সহজেই চক্ষু চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

অস্থির কুষ্টিয়ার সবজি বাজার: ত্যক্ত-বিরক্ত ক্রেতারা

হঠাৎ সবজি বাজারে দামের তাপে পুড়ছেন ক্রেতা। কয়েকটি সবজির দাম হয়ে গেছে দ্বিগুণ। অনেক কাঁচা তরকারির কেজিতে বেড়েছে ২০ থেকে ৫০ টাকা। এর মধ্যে বড় গোল বেগুন কেনাবেচা হচ্ছে অস্বাভাবিক দামে; এক কেজি কিনতে গুনতে হচ্ছে ৮০-১০০ টাকা। সবজির পাশাপাশি আবারও চড়েছে ডিমের বাজার। দুই দিনের ব্যবধানে ডজন উঠেছে সর্বোচ্চ ১৬০ টাকায়। হঠাৎ সবজি ও ডিমের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্রেতারা।

তবে বিক্রেতারা বলছেন, সম্প্রতি টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে কৃষক সবজি তুলতে পারেননি। ফলে ক্ষেতে নষ্ট হয়ে গেছে অনেক সবজি। এ কারণে মাঠ পর্যায় থেকে শহরে সবজির সরবরাহ কমে গেছে। তাতে চাহিদার চেয়ে সবজির জোগানে দেখা দিয়েছে ঘাটতি। এতে তেতে উঠেছে সবজির দাম। আবার কিছু ব্যবসায়ী বৃষ্টির সুযোগও নিচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের এসব যুক্তিতে ত্যক্ত-বিরক্ত ক্রেতারা। তারা বলছেন, একেকবার একেক ছুতায় জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে ব্যবসায়ীরা। সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই বলে ব্যবসায়ীরা যে যার মতো করে দাম নিচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ভোক্তারা। গতকাল মঙ্গলবার কুষ্টিয়া শহরের পৌর বাজারে ১০০ টাকা দরে বেগুন কেনার পর বেসরকারি চাকরিজীবী আবুল হোসেন বলেন, ‘বাসার পাশে মঙ্গলবাড়ীয়া থেকে না কিনে পৌর বাজারে এলাম। এখানেও সেই একই দর। দুই দিনের বৃষ্টিতে দাম আকাশচুম্বী হবে কেন? সবজি তো আমদানি করতে হয় না।’

মজমপুরে রাতের কাঁচাবাজারে সবজি কেনার পর জামেনা বেগম বলেন, ‘সবকিছুর দাম সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এতে কম আয়ের মানুষের কষ্ট বাড়ছে।’

আজ শহরের মিউনিসিপ্যালিটি বাজার, রাজারহাট, মঙ্গলবাড়ীয়া, চৌড়হাস কাঁচাবাজারসহ কয়েকটি খুচরা বাজার ঘুরে শুধু পেঁপে আর আলু ছাড়া ৬০ টাকার কমে কোনো সবজি পাওয়া যায়নি। তিন-চার দিন আগে কুষ্টিয়ায় ঢ্যাঁড়সের কেজি ৪০ ও গোল বেগুনের কেজি ৬০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। দ্বিগুণ দাম বেড়ে বাজারে এখন সবজি দুটি বিক্রি হচ্ছে যথাক্রমে ৬০ থেকে ৭০ ও ৮০ থেকে ১০০ টাকা দরে। এ ছাড়াও শসা ৫০ টাকা কেজি, কচু ৮০-১০০ টাকা কেজি, ওল ৭০ টাকা কেজি, পেয়াজ ৮০-১০০ টাকা কেচি, রসুন ২০০ টাকা কেজি, কাঁচামরিচ প্রতিকেজি বিক্রি হচ্ছে ১৬০ টাকায়।

গত শুক্রবার বরবটির কেজি ছিল ৪০ টাকা। কেজিতে তা বেড়ে এখন ৬০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। একইভাবে পটোল ও চিচিঙ্গা কেজিতে ২০ টাকা করে বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ৬০-৭০ টাকায়। তিন দিন আগে করলা, ধুন্দুল ও ঝিঙ্গের কেজি ৩০ থেকে ৪০ টাকায় কেনা গেছে। এখন গুনতে হচ্ছে ৫০ থেকে ৭০ টাকা। নতুন সবজি হিসেবে শিমের দাম এমনিতেই বেশি; কেজি বিক্রি হচ্ছে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকায়। ছোট একটা ফুলকপি কিনতে গেলেও ক্রেতাকে খরচ করতে হচ্ছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। প্রতিকেজি ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা এবং বাধাকপি বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কেজি, গাজর ১৫০ টাকা কেজি, আদা ২০০ টাকা কেজি, করলা ৮০ টাকা কেজি, লাউ ৪০-৬০ টাকা পিস এবং মিষ্টি কুমড়া কেজিপ্রতি ৪০ -৫০ টাকা কেজি হিসেবে বিক্রি হচ্ছে। বাজারে মুলার চাহিদা কম থাকে, সেটির কেজিও এখন ৫০ থেকে ৬০ টাকা। কম দামের সবজি বলতে এখন শুধু পেঁপে মিলছে কেজি ২৫-৩০ টাকা কেজি। কলমি শাক ১০ টাকা আটি, লাল শাক ২০ টাকা আটি এবং পুইশাক ৩০ টাকা আটিতে বিক্রি হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আলুর দর নিয়ে হয়েছে বেশ হইচই। দামও বেঁধে দেয় সরকার। তাতেও সুফল মেলেনি। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলুর দর ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা নির্ধারণ করা হলেও বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা দরে।

মজমপুরের কাঁচাবাজারের সবজি ব্যবসায়ী মো. মতিয়ার বলেন, ‘পৌরবাজারে পাইকারদের কাছে বেগুনের দাম শুনেই অবাক হলাম। দুই দিনের ব্যবধানে দ্বিগুণ দাম নিয়েছে। সকালে পৌর বাজারে গেলে সবজির দরকষাকষির সুযোগ থাকে না। কারণ কাঁচামাল কম আসে বাজারে।’ একই বাজারের সবজি ব্যবসায়ী মো. কারিবুল বলেন, বৃষ্টির ছুতায় পাইকারি ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে দাম বাড়িয়েছে। এ কারণে শুধু ক্রেতা নয়, খুচরা বিক্রেতারাও পড়েছে বিপদে।

তবে বৃষ্টির কারণে ক্ষেতে সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারীরা বাজারে সবজি কম আনছে বলে দাবি করেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা।

পৌর বাজারের পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী সুদেব বলেন, বৃষ্টিতে সবজি তোলা সম্ভব হয়নি। এতে ক্ষেতে পঁচে গেছে অনেক সবজি। কৃষক পর্যায়ে দাম বাড়ার কারণে ব্যাপারীরা সবজি কম আনছে। যার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারে

কুষ্টিয়াতে স্বপ্ন প্রয়াসের নতুন কমিটি গঠন : সভাপতি রহিদ: সম্পাদক মেহেরাব

কুষ্টিয়ার অন্যতম সামাজিক সংগঠন স্বপ্ন প্রয়াস যুব সংস্থা’র নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। নতুন এ কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন সাদিক হাসান রহিদ এবং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন মেহেরাব হাসান মুশফিক।

এছাড়াও কমিটির সহ-সভাপতি রিফাত হোসেন, ফারছা নাহার নৌশী, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মো চমক ও এনামুল রহমান রাব্বি, কোষাধ্যক্ষ তানজিল আলম, পাবলিক রিলেশন অফিসার মো:সাব্বির রহমান, ইভেন্ট ম্যানেজার সাব্রিনা সাফিয়া রূম্পা,হিউম্যান রিচোর্স অফিসার মোছা ইয়াসমিন আক্তার, প্রচার সম্পাদক মো আশিকুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য রবিউল ইসলাম রাহুল, আকাশ আহমেদ, উজ্জল শেখ, হাসিবুল হাসান, মোছা: বিপাশা ইসলাম ও সদস্য ওবাইদুল ইসলাম।

প্রসঙ্গত, একটি সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে নিয়ে ২০১৮ সালে ১৫ই জুন প্রতিষ্ঠা হয় সংগঠনটি। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে থেকে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য শীতবস্ত্র বিতরণ, ঈদ বস্ত্র বিতরণ, খাদ্যসামগ্রী বিতরণসহ ব্যাপক ভাবে সামাজিক নানান কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। এখন অব্দি কুষ্টিয়াসহ সারা বাংলাদেশে ৭ হাজার ব্যাগ রক্ত জোগাড় করে দিতেও সক্ষম হয়েছে সংস্থাটি।

এছাড়াও করোনাকালীন এসময়ে জরুরি অক্সিজেন সেবা ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন এলাকায় জীবাণুনাশক স্প্রে এবং কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপন ও ২৩ হাজার গাছে চারা বিতরণ করা হয়েছে যা বর্তশানেও চলমান রয়েছে।

শিক্ষককে ছাত্রের চড়, প্রতিবাদে কুষ্টিয়ায় মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কক্ষে শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১০ অক্টোবর) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের এনএস রোডে এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা অভিযুক্ত ছাত্রের শাস্তি দাবি করে স্লোগান দেয়। মানববন্ধন কর্মসূচীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বলেন, শিক্ষককে মারধর খুবই ন্যক্কারজনক ঘটনা। আমরা শিক্ষক। অথচ আমাদের এক সহকর্মী শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় তারা সমবেদনা জানাতে আজকের এই মানববন্ধন কর্মসূচী। আমরা এই ঘটনার তীব্র ঘৃণা ও সুষ্ঠু তদন্ত পূর্বক শিক্ষার্থীর শাস্তির দাবি কামনা করি।

আরেক শিক্ষক নীলিমা বিশ্বাস বলেন, সারা দেশে একটি সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এক ছাত্র তার শিক্ষককে মারধর করেছে। ছাত্র শিক্ষকের গায়ে হাত দেওয়ার সাহস কোথায় পাচ্ছে? এই শিক্ষক এখন কি ভাবে সমাজে মুখ দেখাবে? এই ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি।

মানববন্ধন কর্মসূচীতে জানানো হয়, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর কিন্তু সেটার ফল যদি এমন হয় তাহলে মেধাবীরা এই পেশায় আসবে না। সেই জায়গা থেকে তারা শিক্ষক সমাজ তাদের সুরক্ষার দাবিও জানান।

প্রসঙ্গত, গত রোববার এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষা

চলাকালে চুয়াডাঙ্গার ভিক্টোরিয়া জুবিলি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কক্ষে দশম শ্রেণির এক ছাত্র অসদুপায় অবলম্বনের চেষ্টা করলে কর্তব্যরত শিক্ষক তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এ সময় শিক্ষকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান ওই ছাত্র। একপর্যায়ে শিক্ষককে চড় দিয়ে সে পালিয়ে যায়।

কুষ্টিয়ায় চেম্বার অব কমার্সের সভাপতিকে জেলা তাতীলীগের শুভেচ্ছা

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লাকে বাংলাদেশ তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকার তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সংগঠনের নেতারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তাতীলীগের জেলা কমিটির সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হাজী হারুন অর রশীদ, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মো: আব্দুল লতিফ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সাধারন সম্পাদক মেজবাউর রহমান লিগারসহ অত্র সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়া চেম্বার সভাপতি আবু

জাফর মোল্লাকে ট্রাক মালিক গ্রুপের শুভেচ্ছা

কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আবু জাফর মোল্লা দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাকে ট্রাক মালিক গ্রুপের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকার তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব এম এ মালেক, সহ-সাধারণ সম্পাদক গণেশ জোয়ার্দ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম সিদ্দিকুর রহমান (হেলাল), কোষাধ্যক্ষ স্বপন কুমার সাহা, দপ্তর সম্পাদক আসাদুর রহমান (লোটন), প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য মো: খাদেমুল ইসলাম, মো: আহসান হাবিব আসকার, মতিউর রহমান, রাজু আহমেদ, রেজাউল করিম, তারাদাস ভৌমিক ও মো; রুহুল আমিন।

এ সময় দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লা তাদের পাশে সবসময় আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ব্লাষ্টের আইনগত সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত

বাল্যবিবাহ দেশ ও জাতির জন্য অভিশাপ। তাই বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত। বাল্যবিবাহ রোধ-সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় এই বাল্যবিবোহ বেড়েই চলেছে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে বেশি বশে করে জনসচেতনা গড়ে তুলতে হবে।

আজ সোমবার সকালে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন

পরিষদ চত্বরে ‘বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ২০১৩ আইনের উপর আয়োজিত আইনগত সচেতনতা সভায় বক্তারা এসব মতামত তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তমান্নাজ খন্দকার।

বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম মন্টুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) কুষ্টিয়া ইউনিটের সমন্বয়কারী এ্যাড.শংকর মজুমদার, ব্লাস্ট কুষ্টিয়া ইউনিটের প্যানেল আইনজীবী এ্যাড. আব্দুর রশীদ রানা, ইউপি মেম্বার মাসুম আলী বিশ্বাস, সাদেক আলী, সাবেক মেম্বার উফান আলী প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেয়ের বিয়ে হয় ১২ থেকে ‘১৮ বয়সের মধ্যে।গ্রামের মেয়েদের বেশির ভাগই বিয়ের এক বছরের মধ্যে সন্তান জন্ম দেয়। আর এসব বাল্যবিবাহের অধিকাংশ কারণগুলো হচ্ছে দরিদ্রতা, সচেতনতার অভাব, প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কার, সামাজিক অস্থিরতা, মেয়েশিশুর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তার অভাব, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, যৌতুক প্রথা এবং বাল্যবিবাহ রোধ-সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া। বাল্যবিবাহের কারণে অপরিণত বয়সে সন্তান ধারণ, মাতৃমৃত্যুর হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহানি, তালাক, অপরিপক্ব সন্তান প্রসবসহ নানাবিধ জটিলতার শিকার হচ্ছে।

বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত উল্লেখ করে বক্তারা জানান, বাংলাদেশে বাল্য বিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা৷সমাজে বাল্য বিয়ে ও জোরপূর্বক বিয়ে বন্ধে শুধু প্রশাসনের ভূমিকাই নয়, বাবা-মাকে আগে সচেতন হতে হবে পাশাপাশি বাল্য বিবাহ বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, ইউপি মেম্বার, কাজী, স্কুল শিক্ষক, ইমাম,মোয়াজ্জম সহ অনান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সার্বিকভাবে পরিচালনা করেন ব্লাস্ট কুষ্টিয়া ইউনিটের ল-ক্লার্ক এশখ ইসতিয়াক বকস্।

কৃতি সাতারুরা কুষ্টিয়ার মান উজ্জল করেছে -এমপি হানিফ

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, কৃতি সাতারুরা কুষ্টিয়ার মান উজ্জল করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের এখনো বেশির ভাগ সাঁতারু জোগান দিয়ে যাচ্ছে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমলা। তাঁদের পরে বাংলাদেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সবুরা খাতুন, মেরিনা, জুয়েল রানা ও রুবেল রানার মতো সাঁতারুরা। যাঁদের প্রায় সবাই উঠে এসেছেন কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলার আমলা থেকে। এই আমলা এলাকার কৃতি সাতারুরা দেশের মান উজ্জল করেছে। আমিও চাই সকল খেলাধুলায়ও তারা নৈপুন্যতা দেখাক।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের পিটিআই রোডের এমপির বাসভবনে আন্ত:স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ড জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় কুষ্টিয়ার মিরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে মেয়েরা মোট ২২টি ইভেন্টের মধ্যে ১৬ ইভেন্টে প্রথম হয়ে জাতীয় পর্যায়ে সাতার প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় শুভেচ্ছা বিনিময়কালে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, সাঁতারুদের এই সাফল্যের কারণে কুষ্টিয়াবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল কুষ্টিয়ায় একটি আধুনিক মানের সুইমিং পুল নির্মাণের। আর এই দাবির প্রতি সম্মান রেখে বর্তমান সরকার কুষ্টিয়ায় একটি আধুনিক সুইমিং পুল নির্মাণ করে, যেখানে চমৎকার আবাসন সুবিধা রয়েছে, যা একটি পূর্ণাঙ্গ সাঁতার একাডেমিসহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক সাঁতারুদের নিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব।

পরে সাঁতারু, কোচ ও প্রশিক্ষক বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

এসময় মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামীলীগের

সাধারন সম্পাদক কামারুল আরেফীন, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপির সাঁতার দলের কোচ আমিরুল ইসলাম, মিরপুর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুনসহ সংশ্লিষ্টরা উপন্থিত ছিলেন।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, কুষ্টিয়ার আমলা ক্রীড়াঙ্গনে দারুণ পরিচিতি পেয়েছে সাঁতারের কারণে। কুষ্টিয়ার এই গ্রাম থেকে অনেক নামকরা সাঁতারু উঠে এসেছেন এবং এখনো সেই পাইপলাইনটা সচল আছে। নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়েও আমলার সাঁতারুরা সাফল্য অর্জন করেছে। জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় আমার উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ২২টি ইভেন্টের মধ্যে ১৬ ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে জেনে আমি ভীষণ আনন্দিত। আগামীতে এই উপজেলা থেকে আরও ভালো কিছু করুক সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি।

বাংলাদেশ আনসার-ভিডিপির সাঁতার দলের কোচ আমিরুল ইসলাম বলেন, একেবারে নিজের চেষ্টা, আগ্রহে তিনি কোচ হয়েছেন। আন্তস্কুল, আন্তজেলা হয়ে জাতীয় পর্যায়েও সাঁতারে অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু সাফল্য পায়নি। আবার মায়াও কাটাতে পারিনি এই অঙ্গনের, সে কারণেই কোচ হয়ে থেকে যাওয়া। ‘খেলোয়াড়ি জীবনে সাফল্য না পেলেও কোচ হয়ে যদি পারি এ ভাবনাটাও মনের মধ্যে ছিলো বলেও আজও সাঁতার সাঁতার বলে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি।